



অমর মিত্রের ধনপতির চর : নারীর ছয় মাসের পৃথিবী

শ্রাবন্তী মজুমদার[†]

সারসংক্ষেপ

ফ্যান্টাসি, অলীক জীবনবোধ অমর মিত্রের লেখায় বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। কূর্ম অবতার এবং পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব লোককথায়, লোকমুখে যেভাবে প্রচার পেয়ে এসেছে তারই একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় অমর মিত্রের ধনপতির চর (২০০৭) উপন্যাসে। ঈশ্বরের পৃথিবী, কথিত কাহিনি এবং কল্পনার বিন্যাস সম্মিলিত ভাবে আখ্যান নির্মাণে সহায়তাকরেছে। চর ভাসিয়ে বুড়ো কচ্ছপের ভেসে থাকার মধ্যে লেখক খুব সচেতন ভাবেই মিশিয়ে দিয়েছেন সাঁওতাল জাতির প্রচলিত লোকবিশ্বাসকে। তবে এক বিস্তৃত কুহকের খোলসে ধরা রয়েছে ধনপতির চরের বাস্তব চিত্র। শোষণ-বঞ্চনা, অবৈধ বিনিয়োগ, নারীপাচারচক্র যার কোনোটাই সমাজের কাছে কাম্য নয়, বাস্তবের আওতায় থেকে সেটাই যেন অবাস্তব অধিকারের দিকটিকে নির্দেশ করেছে। অমর মিত্র তাঁর এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখান যে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক শক্তির চেয়ে ক্ষমতাবান আর কিছু নেই, নেই বলেই জেলেদের জীবিকাহীন করে ধনপতির চর কিনে নিতে পাড়ে 'গ্রিন উড' কোম্পানি। চরের নারীদেরলিখতে হয় আত্মবিক্রয়পত্র। চর ঘিরে পরিবেশ রক্ষার নামে যে ব্যবসা শুরু হয় তা আসলে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিগুলির দালালি। অন্যদিকে চর থেকে এই উচ্ছেদ এ যেন সারা বিশ্বের গণ উচ্ছেদকেই নির্দেশ করে।

মূল শব্দ:

মিথ, পুরাণ, ফ্যান্টাসি, কিংবদন্তী ব্যবসা, নারী, লোকসংস্কৃতি, পরিবেশ ভাবনা, আধিপত্যবাদ, শাসন।

[†] Ph.D in Bengali, Rabindra Bharati University, Kolkata, West Bengal, India.

ভূমিকা

আবিষ্কার এবং ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে যেভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ময়নাদ্বীপ, মার্কেজ পেয়েছিলেন কলোম্বিয়ার ক্যারাবিয়ান উপকূলের মাকোন্দো নামের অলীক এক নগর বা যে ভাবে টনি মরিসন গ্রামীণ প্রতিবেশের মধ্যে বেছে নিয়েছিলেন ছোট্ট নগর এবং সালমন রাশদি তাঁর উপন্যাসে খুঁজে নিয়েছেন লন্ডন, মুম্বই, নিউ-ইয়র্কের মতো প্রশস্ত নাগরিক এলাকা হয়তো বা ঠিক তেমন ভাবেই অমর মিত্রও খুঁজে নিয়েছেন তাঁর ধনপতির চর।

বঙ্গোপসাগরের কোলে ভেসে ওঠা ধনপতির চর এবং হার্মাদ পর্তুগীজ নগরের মধ্যবর্তী জার্নিজার্নিটিই বিভিন্ন লোককথার মধ্যে দিয়ে, জীবনযাপনের ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে *ধনপতির চর* (২০০৭) উপন্যাসে। বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক সাগরের এই যাতায়াত কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে এক অলীক মায়া রচনা করেছে এবং ‘লিসবোঁয়া’ হল আটলান্টিক সাগর পাড়ের এক অবাস্তব, কল্পনা রক্ষিত নগর। যে নগরের কথা কোরাসের মতো ঘুরে ঘুরে এসেছে এই উপন্যাসে। সেই সূত্রে এসেছে শাসন, আধিপত্যবাদ এবং দেশ-বিদেশের লোকসংস্কৃতি। ধনপতিরচর সম্পর্কে অমর মিত্র বলেছেন—

দক্ষিণবঙ্গে একসময় পর্তুগিজ জলদস্যুরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। সমুদ্র নদী জল ছিল তাদের অধিকারে। এই পর্তুগিজ জলদস্যুদের পরিচয় স্পেনীয় আর্মাডা থেকে হার্মাদ হয়ে যায় বহুদিন আগে। সেই হারররমাদ জলদস্যুদের বংশধরকে আমি কল্পনা করেছি। লোকটি মনে মনে ভাবে, কল্পনা করে সে পর্তুগিজ রক্তের মানুষ। তার ভিতরে বইছে হার্মাদের রক্ত। সেই বুড়ো ধনপতি সর্দার ছ’মাসের পৃথিবীর অধীশ্বর।’

বিশ্লেষণ

ঘোড়াদল অঞ্চল থেকে ছয় মাসের জন্যে কিছু জেলেরা এসে ধনপতিরচরে অর্ধেক জীবনের এক সংসার পাতে সেই সঙ্গে আসে দেহোপজীবিনী, লাঞ্চিত-বঞ্চিত অসহায় নারীরা। তারা পরস্পর ধনপতির চরে এক চুক্তিবদ্ধ জীবনে আবদ্ধ হয়। ছয় মাসের দাম্পত্য সম্পর্ক রচনা করে তারা ভুলে থাকতে ভালোবাসে তাদের পূর্বপরিচয়। ছয়মাস কেটে গেলে আবার এই সব জেলে এবং অস্থায়ী জেলে বধুরা যে যার মতো আগের জীবনে ফিরে যায়,

দিনগুলো কাটে পথে পথে উজ্জ্বল করে। ধনপতির চরে সন্তান উৎপাদন নিসিদ্ধ। যদি সন্তান সম্ভবা হয়ও তবে তামোচনের জন্য ফিরে যেতে হয় ঘোড়াদলে। ঘোড়াদল থেকে এই চরের দূরত্ব নির্দিষ্ট করে কেউ জানে না। দৃষ্টিটুকুই যেন এক কূহক, যা বাস্তবকে অতিক্রম করে এমন এক ধূসর জীবনে মেতে ওঠে যেখানে বছরের বাকি কাল্পিত ছটি মাস শুধু হাতছানি দিয়ে ডাক। অথচ চৈত্র মাস আসতেই ভাঙে সেই সুখের ঘর। জেলেরা ভুলে যায় চরের কথা। চুক্তিবদ্ধ চরবধুরা ভোলে না। তারা বাকি ছয় মাসের অপেক্ষায় বসে থাকে।

কাহিনি বর্ণিত হচ্ছে এমন একটা সময় থেকে যখন বৃদ্ধ, অশক্ত ধনপতি কার্যত তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং একের পর এক ‘বিবি’ বদলে শেষতম বিবি ‘সপ্তদশী’ কুন্তিকে চরের দায়িত্ব দিয়ে ধনেশ্বরী করতে চাইছে। দক্ষিণ বঙ্গের একটি চরে বাস করেও ধনপতি বারবার প্রমাণ করতে চায় সে পৈতৃক বংশধর। বৃদ্ধ বয়সে এই অলীক কল্পকথা, বিভ্রমের গল্প দিয়ে একের পর এক বৃত্তান্ত তাকে বলে যেতে হয়—

অতলান্ত সাগর ধরে যখন আসি আমি, আমার পষ্ট মনে পড়ে কুন্তি, সাগরের জলে, ভেসেই চলেছি
আমি ধনপতি পৈতৃক, পথমে ক’দিন ভাল গেল, রাতি আকাশে চাঁদ থাকে, পরে চাঁদের দিন গেল, চাঁদ
নাই, সাগরে ঘোর আঁধার বটে, কিন্তু তারার আলো সব পষ্ট, জলের রঙ আবছা হলুদ।

ধনপতির বিবি কুন্তি এসব কথা শুনলেও মনে মনে সেও প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। সে চায় তার মতো অবহেলিত-লাঞ্ছিত নারীরাও ঘর পাক, একক পুরুষ নিয়ে জীবন কাটাক। তাই ধনপতির বিবি হবার কারণে তার যেটুকু ক্ষমতা তার সঙ্গে নিজস্ব নারীশক্তি দিয়ে সে লড়াই করে ছয়মাসের চরজীবনকে বারোমাসের পরিপূর্ণতা দিতে চায়। কুন্তিস্বপ্ন দেখেছে এই চর একদিন সেজে উঠবে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে অমর মিত্র বাস্তবতাকে অবাস্তবের আলোয় ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সে যেন পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কপিলার মত! আর হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপ যেন ধনপতির চর। তফাত এই যে হোসেন মিয়া চেয়েছিল নারী-পুরুষের মিলনে দ্বীপ সন্তান-সন্ততি, ব্যবসাবাণিজ্যে ভরে উঠুক। কিন্তু ধনপতির চরের বুড়ো ধনপতি সর্দার কখনো চায়নি তার চরে কোনো স্থায়ী বসত গড়ে উঠুক বা কেউ সন্তান উৎপাদন করুক। ধনপতি চেয়েছে একটি প্রচলিত মিথকে বাঁচিয়ে রাখতে। ছয়মাসের সংসার দেবার পর ধনপতির চর পিঠে নেওয়া কূর্মকে বিশ্রাম দিতে চেয়ে এই চরকে শূন্য করে দিতে চেয়েছে। কুন্তি তা চায়নি, সে হাজার ছেলেমেয়ের মা হতে চেয়েছে, চরে

স্থায়ী জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে। স্কুলের সহজ পাঠের স্মৃতি ভেঙে কুস্তির মতো কিশোরী বধু খুব আবেগে কখনো কখনো ধনপতি সর্দারকে বলে উঠেছে— ‘প্রভু, ঘুমালেই স্বপ্ন আসে, বকশিগঞ্জের পদ্মাপারে’ বা ‘দুপুরে স্বপন দেখি, তুমার চরে ঘর হয়েছে, পাকা ঘর, পাকা ছাদ, তুমার চরে ধান হয়েছে, পেকে হলুদ, তুমার চরে ছেলেপুলেরা খলখল করে জলের মতন নাচে।’, ‘ধনপতি প্রভু, কাল দুফরে স্বপন দেখেছি তুমার চরে মেলা বসেছে পোষ সংকেরান্তির, কত ব্যাপারি কত খন্দের, কত সাধু, কত দুঃখ পাওয়া মানুষ!’ কুস্তি যা স্বপ্ন দেখে তা আসলে এক হতে চাওয়া জীবনের না হয়ে ওঠা বিক্ষোভ, এক অপ্রাপ্তি বোধে পূর্ণ জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ধনপতি কুস্তির বাসনাকে প্রশয় দিয়েছে। তাকে বুঝিয়েছে—

এই চর, এই সব মাছমারা, মাছমারাদের বিবি, দোকানদারি, নদীঘাট, তারপর বড় গাং, গাঙের পানি, গাঙের মাছ, মাছের ঝালা—সব যেমন আমার তেমনি সব তোঁর হবে। ... হ্যাঁ আর ধনপতি চাইনে, এখন চাদিকে মেয়েছেলের শাসন তো হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীর শাসন কি ছিল না?... আমি তোঁরে সব বুঝিয়ে দেব কী করে চরডা নিজির মত করে রাখতি হয়, আমার পূর্বপুরুষ, পৈতৃক সাতগাঁ বন্দরে দেখেছিল ওইরকম এক মেয়েছেলে মালকিন, কী তার দাপট, তুই সেইরকম হবি, তোঁরে সেই রকম করে যাব আমি।^{১৫৫} পৃ।

পিতৃ-মাতৃহীন বছর পনেরর কুস্তিকে ভ্রাম্যমান ঘুরতে দেখে বৃদ্ধ ধনপতি সর্দার তাকে যেমন বিবি করে নিয়ে এসেছিল কনস্টেবল বা ব্যাপারিও যে একদিন কুস্তিকে এখান থেকে নিয়ে যাবে সেটাই যেন এই দ্বীপের ঐতিহ্য। তাই সে চায় তার সবটুকু শক্তি দিয়ে ধনপতির চরকে টিকিয়ে রাখতে, সর্দারের স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সে চায় কর্তৃত্ব করতে। এমনকী সে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলে নিজেই। সে ডাকিনি বলে মিথ্যে গুজব ছড়ায়, সে তার ডাকিনি বিদ্যাকে আরো প্রখর করতে কামরুক কামাখ্যায় যাবে বলেও সাধারণ পুরুষের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করে। কুস্তির মতোই আর এক নারী বাতাসি। শেষ ছটি মাস বাতাসির খুব কষ্টে কেটেছে। কখনো কলকাতার ফুটপাথে রাত জেগে, কখনো এক রিকশাওয়ালার বুপড়িতে কাটিয়ে রুগ্ন শ্রান্ত হয়ে আবার ঘোড়াদলে ফিরে গনেশ জেলের ছমাসের বউ সেজেছে। বাতাসিও স্বপ্ন দেখে তার ছয় মাসের পৃথিবী বারো মাসে পূর্ণতা পাবে, তাকে আর বাকি ছয় মাসের জন্য ভাবতে হবে না। তারও ভিটে হবে। উঠোন হবে, গোয়াল-গরু-বাছুর, জমি-ধানের গোলা, আলতা-সিঁদুর

সহ লক্ষ্মী অধীষ্ঠান করবেন তার সংসারে। বাতাসির এই স্বপ্নে মুকুরিত হয়েছে প্রতিটি নারীর মনে লুকিয়ে থাকা এক সনাতন ইচ্ছে।

অথচ বাতাসিদের কাছে মূল ভূখণ্ড থেকেও দালাল আসে, কনস্টেবল মঙ্গল মিদ্যে এবং ব্যাপারী দশরথ নিয়মিত এসে তাদের বিক্রি করে দেওয়ার ভয় দেখায়। চরকে কেন্দ্র করে প্রশাসন এবং নারীব্যবসায়ীরা জঘন্য উন্মাদনায় মেতে ওঠে। প্রেজেন্টেবল এবং মুনাফার কথা ভেবে তারা বাতাসিকে গন্ধ তেল সাবান শ্যাম্পু দিয়ে যায়। যে চরে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব কেউ রাখে না সেখান থেকে একটি মেয়েকে ঘষে মেজে যদি একবার ভুটভুটি নৌকায় তোলা যায় তবে তার অন্তিম গন্তব্য কলকাতা-হাওড়া হয়ে ভারতবর্ষের কোনও নিষিদ্ধ পল্লিতে। বয়স যদি একটু কম হয় তাহলে আরবদেশেও পাচার হয়ে যেতে পারে। এই অন্ধকার জীবনের ভয় বাতাসিদের তাড়া করে বেড়ায়। তাই আত্ম রক্ষার্থে বাতাসি মেছোগন্ধকে আঁকড়ে ধরে, বেশি করে পোড়া মাছ খায়, কাপড় কাচে না, স্নান করে না। শিকড়হীন পরপুরুষ আশ্রয়ী হলেও তার নীতি থেকে সে বিচ্যুত হয় না। অথচ জমি, চরের মতো সেও একদিন বিক্রি হয়ে যায়। সরকারকে সাক্ষী রেখে দলিলি ভাষায় যেভাবে জমি হস্তান্তরিত হয়ে যায় সেভাবেই নারী শরীরও বিক্রি হিয়ে যায়। অনেক সময় জমির মালিক যেমন জানতেও পারে না তার জমিটি বেহাত হয়ে গেছে ঠিক তেমনি নারীও জানে না তার শরীর কখন বিক্রি হয়ে গেছে অন্য কোনও দালালের হাতে। এই বিক্রীত হয়ে যাওয়া নারীকেই আত্মবিক্রয় পত্র লিখে দিতে হয়, যেভাবে জমির মালিক লিখে থাকেন দানপত্র।

চরে থেকে যেমন মনে হয় জল আর জল, তার সীমা পরিসীমা নেই। ঠিক তেমনি ঘোড়াদলে থেকে যে মাটির পৃথিবী আরম্ভ হয়ে যায় তারও সীমা-পরিসীমা কোথাও নির্দেশিত নেই। সান্নাযিকদাম্পত্যের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে বিভিন্ন গঞ্জে-শহরে গা ঢাকে দিয়ে কাটিয়ে দেয় বাতাসিরা। তাদের চাতুর্যের কাছে হেরে যায় মঙ্গল মিদ্যে ব্যাপারী দশরথ সিং বা নবদ্বীপ মালাকার। তাদের কারো পক্ষেই সেই সিজনে কোনও মেয়ে মানুষ তোলা সম্ভব হয় না। একটি নারীকেও তারা পাচার করতে পারে না। তাদের নাপারার আক্ষেপ দোষারোপ করে একবিংশ শতককে। হার্মাদ ফিরিঙ্গির যুগে জাহাজে বা নৌকোর খোলে হাত পা বেঁধে লুট করা নারী নিয়ে যে

ব্যবসা চলত তা একবিংশ শতকের কম্পিউটারের যুগে খুব সহজ নয় বলেও আক্ষেপ করে। তাদের কথাবার্তায় নারী পাচার চক্রের অন্ধকার ছবি ভেসে ওঠে—

কম্পিউটারে সব ডাটা ঢুকে যাচ্ছে। কম্পিউটার থেকেই বেরিয়ে আসবে প্রাইস লিস্ট--- মূল্য তালিকা। সেই মতো বেচাকেনা হবে। এর ভিতরে মেয়েমানুষের বিজ্ঞ সবচেয়ে সম্ভাবনাময়... আগে যা হতো লুকিয়ে হতো। এখন রীতিমতো বাজার খুলে দেওয়া হয়েছে। ফিগার, বয়স, মুখশ্রী বুঝে বুঝে দাম ঠিক করা হয়েছে। মধ্যযুগে যেমন ক্রীতদাসীর বাজার বসত, এখন সেইটেকেই আরো আধুনিকভাবে করা হয়েছে...। ওই কারণেই বেওয়ারিশ মেয়েমানুষ, সেক্স ওয়ার্কার চাই, বাজারে প্রচুর টাকা, প্রচুর ডলার, ইউরো, তুলে আনতে হবে।^{৪২৯৩-৯৪}

শুধু তাই নয় এক দল মাছমারা ও ভবঘুরে নারীর জীবনকে মিলিয়ে প্রস্টিটিউশান এবং যৌনরোগের ইজিত, গাছপালা সহ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি অভিযোগ তুলে প্রশাসন একটা সময় চর নিসিদ্ধ করে দেয়। ধনেশ্বরীর চর রক্ষা করার আর্জি জানায়, আবেদনপত্র লেখে জেলাশাসকের কাছে। বহুজাতিক টুরিজম কোম্পানিওহাত বাড়ায় ধনপতির চরের দিকে। দ্বীপ যখন রূপান্তরিত হবেরিস্টে তখনই জিতে যাবে উন্মাদের দল, রমরমিয়ে চালাবে দালালি, অবাধ যৌনতা, দেহব্যবসা। শুধু মাত্র ফুর্তির জন্য বিক্রি হয়ে যায় বছর বছরের আশ্রয়, কল্পনা, মিথ। এসব ডামাডোলের মধ্যে যখন পুনরায় আশ্বিন মাস আসে সাবিত্রী বাতাসি যমুনারাও ফিরে আসে। ঘটনাচক্রে চর অধিগ্রহণের ঠিক আগের কার্তিক পূর্ণিমায় অসহায় নারীদল মাটি দিয়ে কাছিম সর্দারের মূর্তি গড়তে থাকে। পুজার আয়োজন করে। এই পূজা কেবল বারোমাসের পূর্ণতার জন্য নয় বরং ধনপতি কাছিম সর্দারের ঘুম ভাঙিয়ে চর নিয়ে বিলীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও। কাছিম সর্দারকে মাটি আর অসহায় মন নিয়ে যেভাবে গড়ে তোলে পূর্ণিমার আলেয় তা আশার পাশাপাশি এক ভয়েরও জন্ম দেয়, জন্ম দেয় অনিশ্চয়ের। প্রচলিত মিথ বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে এই নারীরা নিজেদেরই যেন সমর্পণ করে দেয়। আসলে কিংবদন্তী, পুরাকথা বা মিথ যে নামেই তা ব্যাখ্যায়িত হোক না কেন তা কোথাও যেন একটা আশঙ্কারও নির্দেশ দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পাড়ে মির্চা এলিয়াদের কয়েকটি কথা—

Myth narrates a sacred history; it relates an event that took place in primordial Time, the fabled time of the “beginnings.” In other words, myth tells how, through the

deeds of Supernatural Beings, a reality came into existence, be it the whole of reality, the Cosmos, or only a fragment of reality --- an island, a species of plant, a particular kind of human behavior, an institution.^৫

ধনপতির চরের সৃষ্টি রহস্যের প্রেক্ষিত হিসেবে অমর মিত্র মিথ এবং প্রচলিত আদিবাসী পুরাণ কথাকে ব্যবহার করেছেন। খুব সচেতন ভাবেই তিনি নানা দেশের আদিবাসী জীবনে প্রচলিত জন্মকথাকে গ্রহণ করেছেন। হার্মাদের বংশধর এবং সাগরপাড়ের লিসবোঁয়ার কিংবদন্তীর সঙ্গে কূর্মের নামে বুড়ো হার্মাদের এই নামকরণের মধ্যে লেখক লুকিয়ে রেখেছেন সৃষ্টিতত্ত্ব-টোটেমএর ছায়া। বৃদ্ধ ধনপতির সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্ম রহস্য, অবস্থা, ব্যাপ্তির ছক ভেঙে নতুন বৃত্তান্তের জন্ম দিয়েছে। ধনপতি যে ভাষায়, যে ভাবে, যে বাস্তব পরিবেশে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে যে তা এক অবাস্তব পরিসর নির্মাণ করে তোলে। সর্বোপরি বিভ্রমে ভর করে পাঠক এক ফ্যান্টাসির জগতে পৌঁছে যান। নারীকে বারবার আলোকিত করতে চেয়েই অমর মিত্র একে একে তুলে আনেন বাতাসি, কুন্তি, সাবিদ্রীদের। নারীপাচার, দ্বীপভূমির উচ্ছেদ এসবই অমর মিত্রকে ব্যথিত করে। লেখক বলেন—

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সাগরদ্বীপে সাহারা কোম্পানি একটি ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিল। নদী, সাগর, দ্বীপকে তারা ব্যবহার করবে ভ্রমণ শিল্পে। তার জন্য যা যা করতে হয় করবে। কোনো এক বছর আজকাল শারদীয়াতে ব্যাঙ্কক এর ট্যুরিজম শিল্প নিয়ে বেশ বড়ো একটা লেখা পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। থাইল্যান্ড বদলে গেছে। গোটা দেশটা চলে ট্যুরিজমের উপর নির্ভর করে। থাই মেয়েরা দেহপোজিবিনী হয়ে গেছে। নানা যৌন রোগ ছড়াচ্ছে, কী ভয়ানক হয়ে গেছে দেশটা। আর ফুটিটা মেয়েমানুষের মাংশ নিয়ে যা ওখানে খুব সুলভ হয়ে গেছে ট্যুরিজমের কল্যাণে। সাহারা ইন্ডিয়ার প্রস্তাব নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল। আমি মনে মনে ভীত হয়েছিলাম। ... আমি একটা সময় নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে পড়েছিলাম... আমার দেশটা ব্যাঙ্কক হয়ে যাবে আমরা কিছু করতে পারব না। মনে হয়েছিল এ থেকে বাঁচার উপায় কী? জানতাম না। বাঁচার উপায় একটাই তা হল প্রতিরোধ।^৬

পর্তুগাল থেকে বঙ্গোপসাগরের এই যে যাত্রাপথ তা শতাব্দী থেকে শতাব্দী পেরিয়ে বিংশ শতকের মহিলা প্রধানমন্ত্রী শাসিত ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করে। ধনপতির ইচ্ছে ছিল ইন্দিরা গান্ধী যেমন ইন্ডিয়া শাসন

করেছিলেন তেমনি কুন্তিও চর শাসন করুক অথচ কুন্তি জানতই না ‘ইন্ডিয়া কুথায়?’ আরণ্যকের ভানুমতি বা ধনপতির চরের কুন্তি কোথাও যেন মিলে যায়। তাদের দেশ কোথায় তারা যানে না। চরভূমি প্রতিদিনই বিন্দু বিন্দু করে সরে যেতে থাকে সমুদ্রের দিকে--- ঠিক যেন প্রাচীন সেই ঘুমন্ত কূর্মটি যেন তার আজন্ম অভ্যাসেই জলের দিকে সরে গিয়েছিল তেমন করেই যেন বা এই নারীদলের জীবন হারিয়ে যেতে থাকে মহাজীবনের খোঁজে।

তথ্যসূত্র :

- ১। বিকাশ রায়, বিদ্যুৎ মণ্ডল (সম্পাদিত), *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, রবি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৪২।
- ২। অমর মিত্র, *ধনপতির চর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ-১০৯।
- ৩। প্রাপ্তভ, পৃষ্ঠা-১৫৫।
- ৪। পৃ - ২৯৪।
- ৫। Eliade Mircea(1964), *Myth and Reality*, Allen & Unwin, ISBN 978-0-04-291001-7, pp. 5-6.
- ৫। বিকাশ রায়, বিদ্যুৎ মণ্ডল (সম্পাদিত), *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, রবি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৮৪-১৮৫।

আকরগ্রন্থ :

- ১। অমর মিত্র, *ধনপতির চর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।
- ২। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাস সংগ্রহ*, উৎসর্গ পত্র, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪২০।